ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী প্রসঙ্গে একটি বিনীত আবেদন

ইদানীং বিভিন্ন সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় শিক্ষাজীবনের কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয় বলে শর্তারোপ জুড়ে দেওয়া হয়। এতে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত বেকার যুবক আবেদন করতে পারছে না। দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক আছে যাদের শিক্ষাজীবনে সকল ফলাফল ভালো থাকা সত্ত্বেও একটি মাত্র তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী থাকায় তারা আবেদন করতে পারে না। মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত যেকোনো একটি পরীক্ষা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, কোনো পরীক্ষার সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা কিংবা রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। এমনিতেই সেশন জটের ফলে চার/পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে যায়। এসব কারণে শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়। তাছাড়া আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় সিলেবাস পরিবর্তনশীল, ফলে সব বছরের প্রশ্নপত্র এবং ফলাফলের মান এক রকম নয়। যেকোনো পদে আবেদন করার পর লিখিত ও মৌখিকসহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কাছে আকুল আবেদন, যে ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো পরীক্ষা ছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, সে ক্ষেত্রে যেকোনো একটি তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দেওয়া যেতে পারে আর সে সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হবে সে সকল ক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তকেও আবেদন করা এবং পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা যাচাইয়ে সুযোগ দেওয়া হোক অথবা এক্ষেত্রে পয়েন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হোক। এসব পদ্ধতিতেও যদি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া না যায়, তবে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী বাদ দেওয়া হোক অথবা উক্ত বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্তদের অকৃতকার্য ঘোষণা করা হোক। (উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীর আসন তুলে দেওয়া হয়েছে)।

এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ এবং সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকসহ সকল প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণ ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই।

মোঃ মোশারফ হোসেন
৩৩/২, কে বি রুদ্র রোড, ঢাকা।